দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 29 2000 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সংবাদ

ঢাকা ঃ শনিবার ১৪ই শ্রাবণ ১৪০৭
Dhaka : Saturday 29 July 2000

পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি- একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

২০০১ সাল থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তরপত্রের মূল্যায়ন গ্রেডিংয়ে প্রকাশ করা হবে। গত ২৫ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্তের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংস্কারের মধ্যে এই গ্রেডিং চালুর সিদ্ধান্ত নবতর সংযোজন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমল থেকে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যতগুলো প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ফাইলবন্দি হয়ে আছে তার সবকটিতেই এই সিস্টেমে খাতা মূল্যায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে যে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে সেখানেও গ্রেডিং সিস্টেমে পাবলিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের নির্দেশনা রয়েছে। এর আগে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের যেভাবে আধুনিকায়ন করা হয়েছে তা সর্ব মহলেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। কারণ এখন তা যে কোন মানদণ্ডে বাইরের জগতের সাথে প্রায় সমতুল্য।

গ্রেডিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্তে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমরা মনে করি এর ফলে দেশজুড়ে পাবলিক পরীক্ষায় যে অসম প্রতিযোগিতা, অনিয়ম ও বিশৃংখলা বিরাজ করছে তার আবসান ঘটবে। উন্নত পশ্চিমা বিশ্বতো বটেই, আধুনিক শিক্ষাপ্রয়াসী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এমনকি প্রতিবেশী ভারতের একমাত্র পশ্চিম বাংলা বাদ দিয়ে সমস্ত রাজ্যেই পাবলিক পরীক্ষায় প্রার্থী মূল্যায়নে এই গ্রেডিং প্রথা চালু রয়েছে। তবে আমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার। মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে। আশা করব কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), বৃটিশ কাউন্সিলসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কাজে এগিয়ে যাবেন। সভায় গ্রেডিং সিস্টেম এমনভাবে চালুর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যাতে গড়াশোনাবিমুখ শিক্ষার্থীরা পড়ার টেবিলে ফিরতে বাধ্য হয়। প্রশ্নপত্র হবে বিশ্লেষণাত্মক। গাইড বা নোট বইয়ের সাথে যার কোন মিল থাকবে না। গোটা সিলেবাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সম্যক ধারণা থাকতে হবে। আমরাও বরাবর নোট কিংবা গাইড বুক এবং ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলোর সর্বনাশা প্রভাব নিয়ে বলে আসছি। শিক্ষার্থীরা বর্তমানে স্কুল ও কলেজে ক্লাস না করে কোচিং সেন্টারে ভিড় করছে। পাঠদান সম্পর্কিত বর্তমান সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশ এর হাত থেকে মুক্তি পাবে। চলতি বছর থেকেই গণিতের ডিজিট ও সাইন পরিবর্তনের নিয়ম চালু হয়ে গেছে। এর শুভ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করছি।

বৈঠকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হবে স্ব-স্ব স্কুল ও কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস করা। মাত্র দিনকয়েক আগে এই সম্পাদকীয়তেই আমরা এ ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছিলাম। আমরা বলেছিলাম পাবলিক পরীক্ষায় সর্বগ্রাসী নকল প্রবণতা বন্ধ করতে হলে নির্বাচনী পরীক্ষাতেই ঝাড়াই-বাছাই করে ফেলতে হবে। যাতে কোন শিক্ষার্থী মনে না করতে পারে স্কুলে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হওয়া মানেই পাবলিক পরীক্ষায় নিশ্চিত অংশগ্রহণের অধিকার পেয়ে যাওয়া। তারপর নকলের সুযোগ তো থাকবেই। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করে কোন শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পেলে এবং তদন্তে বিষয়টি ধরা পড়লে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলো নির্বাচনী পরীক্ষার খাতা কোড নম্বর সংবলিত অবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের দিয়ে মূল্যায়ন না করিয়ে একই এলাকার অন্য স্কুল ও কলেজের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক। শিক্ষা বোর্ড বিষয়টি ভালভাবে মনিটর করলে নকলতো প্রতিহত হবেই এবং খাতা মূল্যায়ন সংক্রান্ত সন্দেহের ন্যূনতম সম্ভাবনাও দূর হতে পারে। তবে সব সিদ্ধান্তের মূল সিদ্ধান্ত, যত ভাল কথাই বলা হোক, এর বাস্তবায়ন যারা করবেন প্রধানত সেই শিক্ষকদের ওপরই নির্ভর করবে এর সাফল্য-ব্যর্থতা। তাদের সততা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্য সচেতনতা এবং দায়বদ্ধতার কোন বিকল্প নেই। পাঠ্যপুস্তক যতই আধুনিক হোক, নকল প্রতিরোধে কাঠামোগত যত সংস্কার আনা হোক, সমস্ত কিছুর সাফল্য প্রধানত নির্ভর করবে শিক্ষকদের ওপর। কাজেই এসব সংস্কার পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষকদের যুক্ত করতে হবে। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করতে না পারলে ভাল ভাল সিদ্ধান্ত ফাইলবন্দি হয়ে হিমাগারেই পড়ে থাকবে।